Journal of Gono Bishwabidyalay
Vol.4 Issue:1
January 2023

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি বাংলাদেশের মানবিক সমর্থনঃ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ঝুঁকি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি

মোঃ আল-আমীন হুসাইন*[১]

সার সংক্ষেপ

মায়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গাদের উপর জাতিগত নিধন একটি জটিল এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ফসল। এই ঘটনা কোনো একক ব্যক্তি বা একক প্রক্রিয়ার ফলাফল নয়, বরং এর সাথে জড়িত আছে শত বছরের ইতিহাস, জাতিগত সংঘাত, উপনিবেশের প্রভাব, আর্থসামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ। রোহিঙ্গাদেরকে রাষ্ট্রীয় এবং মানবিক মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়াটা খুবই জটিল এবং দুরহ একটি প্রক্রিয়া। সমস্যাটি যেমন একদিনে সৃষ্টি হয়নি তেমনি এর সমাধানও একদিনে সম্ভব নয়। রোহিঙ্গাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া দীর্ঘ ছয় দশকের নির্মম অত্যাচার এবং অবিচারের বিচার যে খুব শীঘ্রই হবে এমনটা আশা করাটাও ঠিক নয়। একথা অত্যন্ত সত্য যে একটি মানবিক চেতনাবোধের জায়গা থেকে বাংলাদেশ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। পাশাপাশি এটাও অসত্য নয় যে, মানবিক কারনেই অসংখ্য আন্তজার্তিক মহল তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। প্রশ্ন হলো রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশের জন্য কোনো ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করছে কি না? আন্তজার্তিক মোড়ল গোষ্ঠীরা তাদের মানবিক সহযোগিতার আড়ালে কোনো সাম্রাজ্যবাদি চিন্তাভাবনা লালন করছে কি না? বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলের মাটির নিচে অকেজো ভাবে পড়ে থাকা মূল্যবান খনিজের উপর তাদের কোনো দৃষ্টি পড়ছে কি না? মায়ানমার সেনাবাহিনীর ওপর গণহত্যা এবং জাতিগত নিধনের যে অভিযোগ রয়েছে সেটার সুষ্ঠু বিচার আন্তর্জাতিক আদালতে কবে হবে, বা আদৌ হবে কি না সে ব্যাপারে ধোঁয়াশা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে নানাবিধ আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং হিসাব-নিকাশের মারপ্যাঁচে প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং রোহিঙ্গারা তাদের ওপর সংঘটিত হওয়া পরিকল্পিত অপরাধের বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলা শুধুমাত্র যেমন বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয় তেমনই মায়ানমারের পক্ষে সম্ভব নয়; এক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক এবং ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে একযোগে কাজ করা জরুরী।

মূল বিষয়সূচক শব্দ: *রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ, সাম্রাজ্যবাদ, মানবাধিকার*

ভূমিকা

বর্তমান পৃথিবীতে অত্যন্ত অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত একটি জনগোষ্ঠীর নাম রোহিঙ্গা। ২০১৭ সালের ২৫শে আগস্ট থেকে বর্মী সেনাদের পরিকল্পিত আক্রমণের ফলে প্রায় সাত লক্ষ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু প্রাণভয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে।[১] বর্তমানে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫৬৯৬০ জন হয়েছে।[২] এছাড়া গত তিন দশকে তিন লক্ষের অধিক রোহিঙ্গা

[1] প্রভাষক, রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।
* Corresponding Authors email: alamin38gp@gmail.com Phone: 01823820480.

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

গণ বিশ্ববিদ্যালয়
Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

মায়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণ করেছে।[৩] এই হিসাব অনুযায়ী এই মুহূর্তে (ফেব্রুয়ারী, ২০২১) প্রায় ১২ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে বসবাস করছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ অত্যাধুনিক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে রাখাইনে মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে প্রায় ৩৬২ রোহিঙ্গা গ্রাম আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।[৪] প্রাণ বাঁচিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে গিয়ে হাজারো রোহিঙ্গা শিশু এবং নারী নাফ নদীতে ডুবে মারা গিয়েছে এবং মায়ানমারে ১০ হাজারের অধিক রোহিঙ্গা প্রাণ হারিয়েছে।[৫] যা আধুনিক যুগের সংঘঠিত সংখ্যালঘু আক্রমণ এবং জাতিগত নিধনের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র যে বর্মী-সেনা কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছে তাই নয়, বরং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সমাজের একটি শ্রেণী থেকেও রোহিঙ্গারা গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এবং আক্রমণের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ মানবিক কারণে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদে এই জনগোষ্ঠীর অবস্থান বাংলাদেশের জন্য নানা ঝুঁকি তৈরী করতে পারে। সেজন্য তাদেরকে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করানোটা বাংলাদেশের জন্য খুব জরুরী। এই অবস্থায় জাতিসংঘের সহায়তার মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের চুক্তি হয় যে, ২০১৮ সালের জানুয়ারী থেকে দুই বছরের মধ্যে মায়ানমার রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তনের কাজ শেষ করবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র সকলের কাছে পরিষ্কার- চুক্তির পরে চার বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো বাংলাদেশ থেকে কোনো রোহিঙ্গা শরণার্থীকে মায়ানমারে পাঠানো সম্ভব হয়নি। বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে, রোহিঙ্গারা কবে ফিরতে পারবে বা আদৌ ফিরতে পারবে কি না, সেই ধারণা কারোরই নেই। বাংলাদেশ সরকারের নেই, জাতিসংঘ ও তাদের সহযোগীদেরও নেই। বাংলাদেশ তার এই গুরুতর সংকটে ভারত ও চীনের মতো বন্ধুদেশ দুটিকে নিজেদের পক্ষে পাচ্ছে না। শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে তারা মায়ানমারের ওপর চাপ দেবে-এমন কোনো ইঙ্গিতও নেই। রোহিঙ্গা ইস্যুতে রাশিয়া ও বাংলাদেশের পক্ষে নেই, আসিয়ানের মতো সংস্থাও নেই। অথচ ইতোমধ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কেন্দ্র করে বাংলাদেশ নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।

২. ঐতিহাসিক পটভূমি

রোহিঙ্গাদেরকে বর্তমানে মায়ানমার (১৯৮৯ সালের পূর্বে বার্মা নামে পরিচিত ছিল) নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি না দিলেও তাঁদের ইতিহাস ১৭৯৯ সালে সর্বপ্রথম তুলে ধরেন ফ্রান্সিস বুকানান নামক একজন স্কটিশ শল্যবিদ। উনার তথ্যমতে বার্মাতে তৎকালীন আরাকান সাম্রাজ্যে (বর্তমানের রাখাইন প্রদেশ) মোহাম্মদীন নামক মুসলিম গোষ্ঠী বহু আগে থেকেই বসবাস করতো রোয়িংগা নামে। ইতিহাসবিদদের মতে ১৮২৬ সালে ব্রিটিশ কর্তৃক বার্মা উপনিবেশায়নের ফলে বাংলাদেশ থেকে অনেকে কৃষি-শ্রমিক হিসাবে রাখাইনে দেশান্তরিত হয়, যাঁদেরকে পরবর্তীতে রোহিঙ্গা হিসাবে উল্লেখ করা হয়।[৬] ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশায়নের অবসান ঘটে এবং বার্মা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর ১৯৬২ সালে বার্মাতে সেনা শাসনের শুরু হয় এবং তখন থেকেই রোহিঙ্গাদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার অব্যাহত থাকে। যেমন ১৯৭৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে রোহিঙ্গাদেরকে ভোটাধিকার দেয়া হয় নি। এরপর ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রায় ২

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

লক্ষাধিক রোহিঙ্গা রাখাইন থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন বর্মী সেনাদের বর্বর হামলার কারণে; একই বছর ডিসেম্বরে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের পর প্রায় ১০ হাজার রোহিঙ্গা ডায়রিয়া এবং অপুষ্টিতে মারা যায়।[৭] ১৯৮২ সালে বার্মায় সরকারিভাবে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব হরণ করা হয় এবং রোহিঙ্গারা একটি রাষ্ট্রহীন গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এরপর ২০১২-১৩ সালে একাধিক বৌদ্ধ এবং মুসলিম জাতিগত সংঘর্ষের কারণে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার রোহিঙ্গা রাখাইন থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।[৮] এদের অনেকেই বার্মার অস্থায়ী পুনর্বাসন কেন্দ্রে আশ্রয় নেয় এবং পরবর্তীতে অনেকেই মিয়াানমার ছেড়ে পালিয়ে যায়, প্রধানত বৌদ্ধ মতাবলম্বী সন্ত্রাসীদের আক্রমনের কারণে। ঐ বছর শুধুমাত্র প্রকাশিত তথ্য মতে প্রায় লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার এবং নিপীড়নের ভয়ে বার্মা থেকে সমুদ্রপথে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চলে যায় এবং এর ফলে কমপক্ষে এক হাজার রোহিঙ্গা সমুদ্রপথে নৌকাডুবি হয়ে মারা যায়।[৯] ২০১৩ সাল থেকে মায়ানমার সরকার রোহিঙ্গা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ত্রাণ এবং দাতা সংস্থাদের ওপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করা শুরু করে এবং ২০১৪ সালে সীমান্তবিহীন ডাক্তার ও আন্তর্জাতিক এনজিও-র উপর পরিপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে রোহিঙ্গাদেরকে সহায়তা করার কারণে বৌদ্ধপন্থী চরমপন্থীরা একাধিক আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা আক্রমণ করে এবং মায়ানমার সরকার ঐসকল প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন।[১০] একই বছর এপ্রিল মাসে বর্মী সেনাকতৃক জাতীয় আদমশুমারি করা হলেও সেখানে রোহিঙ্গাদেরকে গণনায় উপেক্ষিত করা হয় এবং প্রায় ৩০০ আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থার কর্মীকে মায়ানমার থেকে বিতাড়িত করা হয়।[১১] ২০১৫ সালে প্রায় ৪ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা সমুদ্রপথে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশে পালিয়ে যায় এবং একই সালে বার্মা সরকার রোহিঙ্গাদের উপর দুটি সন্তানের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে সময় নির্ধারণ করে দেন এবং সন্তান জন্মদানের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন; এছাড়াও রোহিঙ্গাদেরকে অন্য ধর্মাবলম্বী কারো সঙ্গে বিবাহ করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসের জাতীয় নির্বাচনেও রোহিঙ্গাদেরকে ভোটগ্রহণে অংশগ্রহণ করতে বিরত রাখা হয় এবং এই নির্বাচনে বর্তমান রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা এবং ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসির নেত্রী অং সান সু চি" নির্বাচিত হন। রাখাইনে ২৫ মার্চ ২০১৭ সালে আক্রমণের কারণে প্রায় ৭-৮ লক্ষ রোহিঙ্গা আসার আগেও বাংলাদেশের কক্সবাজারের কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে আরো তিন-চার লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী ছিলো। বর্তমানে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর সংখ্যা বাংলাদেশে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২ লক্ষ এবং কুতুপালং পৃথিবীর অন্যতম সর্ববৃহৎ শরণার্থী শিবির হিসেবে এখনই বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। সারাবিশ্বে রোহিঙ্গাদের আনুমানিক সংখ্যা এখন প্রায় ২০ লক্ষ ধারণা করা হয়, যার মাঝে মায়ানমার আছে প্রায় ৩ লক্ষ এবং বাংলাদেশে ১২ লক্ষ। এছাড়াও তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, যেমন আনুমানিক দুই লক্ষাধিক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু আছে সৌদি আরবে, প্রায় ১০ হাজার রোহিঙ্গা আছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে, পাকিস্তান আছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ রোহিঙ্গা, ৪০ হাজার রোহিঙ্গা আছে ভারতে, থাইল্যান্ডে ৫ হাজার, মালয়েশিয়াতে আছে প্রায় দেড় লক্ষাধিক, এবং ইন্দোনেশিয়ায় আছে প্রায় এক হাজার রোহিঙ্গা।[১২] ১৯৮২ সনের মায়ানমারের নাগরিকত্ব আইন অনুসারে ১৮২৩ সনের পূর্বে কারো পূর্বপুরুষ বার্মাতে স্থায়ীভাবে থাকলেই শুধু বর্তমানে নাগরিকত্ব পেয়ে থাকে কিন্তু ১৮২৩ সনের পরবর্তী সময়ে যারা বার্মাতে বসবাস শুরু করেছে তাদেরকে

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

মায়ানমারের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় না।[১৩] এই বিশেষ আইনটি ১৯৮২ সনে শুধুমাত্র রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রহীন করার জন্যই বার্মিজ সরকার গ্রহণ করে; এর ফলে প্রমাণিত হয় যে তৎকালীন বার্মা অথবা বর্তমানের মায়ানমার সরকার কখনোই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মায়ানমারের সাধারণ জনগোষ্ঠীর সাথে এক কাতারে নেয়ার পক্ষে নয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬০ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে রাখাইনের রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর পরিকল্পিত নিধন চালানো হচ্ছে। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া প্রায় পঞ্চাশটি রোহিঙ্গা গ্রামকে বুলডোজার দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর ফলে মায়ানমার সেনাদের উপরে যে সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়েছে সেসব তথ্য উপাত্ত ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। শুধু যে মায়ানমার সেনাবাহিনী এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত তাই নয় বরং এর সাথে স্থানীয় সন্ত্রাসী এবং চরমপন্থী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী স্থানীয় জনগণ একত্র হয়ে এই গণহত্যায় অংশ গ্রহণ করে; এর প্রমাণ থমসন এন্ড রয়টার্স-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, যার কারণে তাদের দুই জন সাংবাদিককে মায়ানমার সরকার জেলে আটক করে।[১৪] জাতিসংঘ মায়ানমার সেনাবাহিনীর সাম্প্রতিক এই হত্যাযজ্ঞকে গণহত্যার শামিল বলে উল্লেখ করেছেন এবং শুধু তাই নয় বিশ্বব্যাপী এই বর্বরতাকে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর ওপর পরিকল্পিত এবং বর্বর নিধনের একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এমতাবস্থায় হত্যা, ধর্ষণ, শিশু এবং নারী নির্যাতন, গৃহে আগুন ধরিয়ে দেয়া, গুলি করে হত্যা করা, বর্ডারে স্থল মাইন পুঁতে রেখে মানুষ হত্যা, আর্মি হেলিকপ্টার থেকে নিরীহ এবং নিরস্ত্র মানুষের হত্যা করা ইত্যাদি থেকে শুরু করে এমন কোন অন্যায় কর্ম নাই যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর মায়ানমার সরকার, বৌদ্ধ উগ্রপন্থী গোষ্ঠী এবং মায়ানমার সেনাবাহিনী করেনি। তাদের এই নিধন থেকে মুক্তি পেতে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অনেকেই সমুদ্র পার হতে গিয়ে ডুবে মারা গিয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে রোহিঙ্গাদের উপরে মায়ানমার সরকারের নির্যাতন কোন নতুন বিষয় নয়, বরং তাদের উপর এই অত্যাচার বিগত প্রায় ছয় দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। মায়ানমারে রোহিঙ্গাদেরকে হয় মুসলিম সংখ্যালঘু অথবা বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মায়ানমারে এরকম চরম অনিশ্চয়তা এবং মানবাধিকার বিপর্যয় কাটিয়ে রোহিঙ্গারা প্রায়ই দুই সপ্তাহব্যাপি দুর্গম যাত্রাপথে রাখাইন থেকে নাফ নদী এবং ক্ষেত্রবিশেষে বঙ্গোপসাগর পার হয়ে কক্সবাজারের টেকনাফ, উখিয়া উপজেলায় পৌঁছতে হয়। জীবন নিয়ে কোনো রকমে পালিয়ে এসে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে শরণার্থী কিংবা উদ্বাস্তুর মর্যাদা লাভ করে। বাংলাদেশ থেকেও তাদের পক্ষে নাগরিকত্ব পাওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকায় রোহিঙ্গারা অনেকটা রাষ্ট্রহীন গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

১. রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশের জন্য কোনো ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করছে কি না তা নিরূপণ করা।

২. বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্বরূপ নির্ণয় করা।

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

৩.১. গবেষণার উপকরণ ও গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসাবে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ২৫ জন স্থানীয় জনগন ও রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবস্থানরত ৬০ জন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজারে ক্যাম্পগুলোতে দায়িত্ব পালনকারী ৩ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ৭ জন এনজিও কর্মকর্তাদের নিকট থেকে Key Information Interview (KII) পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হযেছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য মাধ্যমিক উৎস হিসাবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, জার্নাল, গ্রন্থ, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ইত্যাদির সাহায্যে নেওয়া হয়েছে।

৩.২. সাহিত্য পর্যালোচনা

- Bari, Muhammad Abdul. (2018) 2018. The Rohingya Crisis, Kube Publishing Ltd. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি সহিংসতা ও রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসাবে ব্যাপকভাবে পরিচিত, মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা এখন বিলুপ্তির মুখোমুখি। নাগরিকত্বের অধিকার প্রত্যাখ্যান করা, তাদের জাতিগত পরিচয় অস্বীকার করা, লক্ষাধিক মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে, যেখানে তারা বঞ্চিত অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে। অগণিত মানুষ মৃত্যু, শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের সাক্ষী হয়েছে, সেইসাথে পুরো গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নেতৃস্থানীয় ব্রিটিশ বাঙালি মুসলিম মুহাম্মদ আব্দুল বারী এই বইয়ে শক্তিশালী যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন রোহিঙ্গারা যে সহিংসতার শিকার করেছে তা নিঃসন্দেহে গণহত্যা। এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু খুবই শক্তিশালী যুক্তিযুক্ত বইটিতে, তিনি রোহিঙ্গাদের দুর্ভোগের মাত্রা এবং বর্বরতাকে আলোকপাত করেছেন এবং জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকারসহ স্বদেশে প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে জোর সুপারিশ করেছেন।
- ইসলাম, মোহাম্মদ ইমদাদুল (২০২০). রোহিঙ্গা: নিঃসঙ্গ নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠী, প্রথমা প্রকাশন. গ্রন্থটির লেখক মেজর (অব.) মোহাম্মদ এমদাদুল ইসলাম বাংলাদেশ সরকারের কনস্যুলেট প্রধান হিসেবে মায়ানমারে চার বছর (১৯৯৯-২০০২) দায়িত্ব পালনকালে মায়ানমারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও রোহিঙ্গাদের দুর্দশা খুব কাছ থেকে দেখেছেন। এই অভিজ্ঞতার সুবাদে তিনি মায়ানমার, বিশেষ করে রোহিঙ্গা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত। গ্রন্থটিতে তিনি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীদের ইতিহাস-ঐতিহ্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণের প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের অধিবাসী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। তারা নিপীড়িত, নি:সঙ্গ, নিগৃহীত। সর্বোপরি গণহত্যার শিকার। দশকের পর দশক ধরে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে আসছে তারা।

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

রাষ্ট্র কখনো এই অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তার হাত বাড়ায়নি। বরং রাষ্ট্রের বৈরী আচরণ রোহিঙ্গাদের জীবন আরও বিপন্ন করে তুলেছে। স্বদেশ থেকে বিতাড়িত এই জনগোষ্ঠীর ১১ লক্ষাধিক মানুষ আজ বাংলাদেশে আশ্রিত। মিয়ানমারের অভিসন্ধিমূলক আচরণ, প্রতিবেশী দেশগুলোর ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের আবর্ত আর বিশ্ব সম্প্রদায়ের নানামুখী চলনের অভিঘাতে অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। নিগৃহীত এই জনগোষ্ঠীর অতীত আর বর্তমানকে জানতে-বুঝতে অবশ্যপাঠ্য এ গ্রন্থ।

- Mahmood, S. S., Wroe, E., Fuller, A., & Leaning, J. (2017). The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity. The Lancet: এটি একটি গবেষণা প্রতিবেদন যা খুবই প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ জেনারেল মেডিকেল জার্নাল The Lancet এ প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষণা প্রতিবেদনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীদের ইতিহাস, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকারের নানা দিক তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আইন ও সংস্থার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের এই সংকটের টেকসই সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেন।
- Human Rights Watch. (2017). Burma: 40 Rohingya Villages Burned Since October. হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেসরকারী ও অ-লাভজনক সংস্থা হিসেবে মানবাধিকার বিষয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। সংস্থাটির প্রধান কাজ হচ্ছে - মানব অধিকার বিষয়ে গবেষণা, পরামর্শ ও সমর্থন প্রদান করা। বার্মিজ সেনাবাহিনী কিভাবে রোহিঙ্গা গ্রামগুলি ধ্বংস করে দিয়েছে সেই চিত্র হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের অত্যাধুনিক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।
- WFP Bangladesh, Rohingya Refugee Response Situation Report: World Food Program পরিচালিত এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চলমান পরিস্থিতি বিষয়ে নিয়মিত নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রকাশ করে থাকে। প্রতিবেদনে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সমসাময়িক সংখ্যা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, খাদ্য, ঝুঁকি, সহিংসতা ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পায়।
- Massacre in Myanmar (2018) by Wa Lone, Kyaw Soe Oo, Simon Lewis and Antoni Slodkowski. Reuters, London, UK. এটি একটি অনুসন্ধানী গবেষণা প্রতিবেদন যা লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সে প্রকাশিত হয়। কিভাবে মায়ানমারের সেনাবাহিনী একটি প্রত্যন্ত গ্রামে অগ্নিসংযোগ, লুট ও হত্যা করেছে সেই চিত্র এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। ২ সেপ্টেম্বও ২০১৭, মায়ানমারের অশান্ত রাখাইন রাজ্যে বৌদ্ধ গ্রামবাসী এবং মায়ানমারের সেনারা ১০ জন রোহিঙ্গা পুরুষকে হত্যা করে। রয়টার্স গণহত্যার বিষয়টি উন্মোচন করেছে। এই প্রতিবেদনের কারণে রয়টার্সের দুই সাংবাদিককে মায়ানমারের পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

- Rahman, Utpala. (2010), The Rohingya refugee: A security dilemma for Bangladesh, Journal of Immigrant and Refugee Studies. এই গবেষণা নিবন্ধে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণ, তাদের নিরাপত্তা ও বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে, নাগরিকত্ব বঞ্চিত হওয়ার কারণে, কীভাবে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা প্রতিবেশী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, সম্পদের উপর ভারসাম্যহীন চাপ সৃষ্টি করেছে, কীভাবে শরণার্থীরা তাদের স্বাগতিক দেশে সংঘাত, দ্বিধা এবং নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করেছে।
- Haque, M.M. (2017), Rohingya Ethnic Muslim Minority and the 1982 Citizenship Law in Burma, Journal of Muslim Minority Affairs. এই গবেষণা প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, বার্মায় ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে রোহিঙ্গারা নাগরিকত্ব পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। এই নাগরিকত্ব আইন রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রহীনতাকে প্রাতিষ্ঠানিক করে তোলে। এই প্রবন্ধটি যুক্তি দেয় যে আরাকানের আদিবাসী হিসাবে সমস্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, জাতিগত মুসলিম সংখ্যালঘু রোহিঙ্গারা নির্বিচারে তাদের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে, রোহিঙ্গাদের বংশ-পরিচয় সংক্রান্ত নথি প্রমাণ করে যে, মায়ানমার সরকার শুধু রোহিঙ্গাদের পরিচয় অস্বীকার করার জন্যই নতুন আইন প্রণয়ন করেছে।
- Noor T., Islam S. and Forid S. (2018), Rohingya Crisis and The Concerns for Bangladesh, International Journal of Scientific & Engineering Research, 8(12), 1192-1196. এই গবেষণা পত্রে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সমসাময়িক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা, জাতীয় নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয় গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

পর্যালোচিত গ্রন্থ, নিবন্ধ ও প্রতিবেদনসমূহে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস-ঐতিহ্য, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি মায়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনীর বিরূপ আচরণ, বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চলমান পরিস্থিতি, তাদের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, মানবাধিকার, নিরাপত্তা, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা এই গবেষণা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে কোন সংকট তৈরী হচ্ছে কিনা, সংকট থেকে উত্তরনের উপায় কী, এ ব্যাপারে বিশ্ব সম্প্রদায়ের ভূমিকা কী, এই সমস্যার আদৌ কোন সমাধান হবে কিনা, ইত্যাদি বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়নি। যা এই নিবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪. রোহিঙ্গা শরণার্থী ঃ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ঝুঁকি

মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু এই মানবিকতার কারণেই এখন নানা ঝুঁকিতে পড়েছে দেশটি। খুব সহসাই এ সংকটের সমাধান হবে না। ফলে সারাদেশে রোহিঙ্গাদের ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, ইতোমধ্যে

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

সারাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীরা ছড়িয়ে পড়েছে। রোহিঙ্গাদের মধ্যে আছে এইডস আক্রান্ত মানুষ। বাংলাদেশে এখন কলেরা না থাকলেও রোহিঙ্গাদের মধ্যে রয়েছে সেই সমস্যা। বন উজার হচ্ছে, পাহাড় কেটে ধ্বংস করছে তারা। দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ঝুঁকিও আছে এর সঙ্গে। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাও প্রকট হতে পারে, বৃদ্ধি পাচ্ছে নিরাপত্তা ঝুঁকিও। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এই সমস্যাগুলো কীভাবে মোকাবেলা করবে সেটা ঠিক করাই এখন একটা চ্যালেঞ্জ। রোহিঙ্গাদের নিয়ে সরকারকে এবার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে হবে। না হলে দেশকে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হতে পারে।

৪.১. স্বাস্থ্য ঝুঁকি

২৮ আগস্ট, ২০১৮ সাল পর্যন্ত কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে ২৭৩ জন এইচআইভি পজেটিভ রোগী চিহ্নিত হয়েছিল। ২৮ মার্চ, ২০১৯ নাগাত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৯ হয়। ইতোমধ্যে ৩৯ জন এইচআইভি আক্রান্ত রোগী মারা গিয়েছে। এছাড়া এই সময়ের মধ্যে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে ১২৯ জন বাংলাদেশী নাগরিক এই ভয়াবহ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৬৩ জন বাংলাদেশী নাগরিক মৃত্যুবরণ করেছে। ফলে ওই অঞ্চলে এইডস-এর ঝুঁকি বাড়ছে। তাই এইচআইভি ছড়ানো ঠেকাতে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। এইডস রোগীর সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে। প্রতিদিনই এইডস-এ আক্রান্ত তিন-চারজন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মধ্যে ৯২ জন আগে থেকেই আক্রান্ত ছিল।[১৫] বাকিরা নতুন করে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে প্রথম এইডস সনাক্ত হয়। ১৯৮৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭৩৭৪ জন। শুধুমাত্র ২০১৯-২০২০ এই এক বছরে ৯১৯ জন আক্রান্ত হয়। World Health Organization (WHO) এর মতে 'মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রতি হাজারে ৮ জন এইডস আক্রান্ত রোগী রয়েছে। সেই হিসেবে মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা জনগোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার জন। ২০১৯ সালে ১৩৮০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়, যার মধ্যে এইডস সনাক্তের সংখ্যা ৭৬৫ জন। ২০২০ সালে নতুন করে ৪১৩ জন এইডস রোগী সনাক্ত হয়। জীবিকার তাগিদে রোহিঙ্গা নারীরা কক্সবাজার, চট্টগ্রাম সহ অন্যান্য এলাকায় যৌন ব্যবসায় লিপ্ত হচ্ছে, এমন কি তারা রাজধানীতে পৌছে গিয়েছে। এছাড়া স্থানীয় জনগণ রোহিঙ্গা নারীদের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে, ফলে স্থানীয় পুরুষদের মাধ্যমে নারী ও শিশুরা এইডস আক্রান্ত হচ্ছে। এইডস আক্রান্ত রোহিঙ্গাদের শনাক্ত করতে টেকনাফ ও উখিয়ায় দু'টি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। সাধারণ রোগের চিকিৎসায় রক্ত পরীক্ষা করিয়ে অনেকের শরীরে এইডস পাওয়া গেছে। রোহিঙ্গাদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ফলে স্থানীয় লোকজনের চিকিৎসা সেবা পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তার ওপর রোহিঙ্গারা যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করছেন। ফলে পানিবাহিত রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে। রোহিঙ্গাদের মধ্যে ৬৩৭২ জনের মধ্যে ছোঁয়াছে যক্ষা রোগী ধরা পড়েছে। বর্তমানে তাঁদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ করা হলেও অধিকাংশ শিশুরা যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর একটি ভয়াবহ

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

সমস্যা হলো এদের জন্মহার অত্যন্ত বেশি, ধর্মীয় কারনে এরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে। ৪০ বছর বয়সী কোনো নারীর ১৮-২০ টি সন্তান জন্মদানের ব্যাপারটা তাদের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক নয় বরং এই সংখ্যাটা তাদের কাছে কম, তারা আরো সন্তান প্রত্যাশী। 'মুখ দিয়েছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি' এই ধরণের গোড়ামী তাদের মধ্যে প্রকট। বর্তমান বিশ্বে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জ্যামিতিক হারের সূত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসার প্রমাণিত হলেও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ম্যালথাসের তত্ত্বটিকেও হার মানিয়েছে। এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা দ্বিগুন হওয়াটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পাহাড় ছেড়ে সমতলে পালিয়ে আসার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্যঝুঁকির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

৪.২. অর্থনৈতিক চাপ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাক্কলন অনুসারে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ছিল ১৯০৯ মার্কিন ডলার।[১৬] সেই হিসাবে এই ১১ লাখ রোহিঙ্গার মাথাপিছু আয় হওয়ার কথা প্রায় ২১০ কোটি ডলার। কিন্তু আশ্রিত হিসেবে রোহিঙ্গাদের আয়ের কোনো উৎস নেই। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু ব্যয় প্রায় ৭০০ ডলার।[১৭] কিন্তু রোহিঙ্গাদের ব্যয় থাকলেও বৈধপথে আয়ের কোনো উৎস নেই। সেই হিসাবে এই ১১ লাখ রোহিঙ্গার পেছনে সরকারের বছরে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৭৭ কোটি ডলার, যা অর্থনীতির চাকা সচল রাখার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। বর্তমানে কিছু সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া গেলেও দীর্ঘমেয়াদি এই সাহায্য অব্যাহত থাকবে সেটা বলা মুশকিল। যখন পাওয়া যাবে না তখন বাংলাদেশকেই এই টাকা খরচ করতে হবে। এছাড়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পেছনে বাড়তি মনোযোগ দিতে হয়। সেজন্য সেখানে পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিজিবিসহ বিভিন্ন বাহিনীর লোকজন নিয়োগ করতে হয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়ছে। আর এই ব্যয়টা খরচ হচ্ছে বাজেট থেকে।

৪.৩. সামাজিক ঝুঁকি

কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে এখন স্থানীয় নাগরিকরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন। দিন দিন পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠছে। এমন পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ জরুরি। এভাবে চলতে থাকলে এক পর্যায়ে দেশ নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়বে। সংকট দীর্ঘমেয়াদি হলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একসময় এ সব ভুলে যাবে। অন্য সমস্যার ভিড়ে তখন এটা ক্ষুদ্র ইস্যুতে পরিণত হবে। ঐ এলাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী আশ্রিতরা কোনো কাজে নিয়োজিত হতে পারবে না, কিন্তু তারা অল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লবণ মাঠ, চিংড়ি হ্যাচারি, চাষাবাদের কাজসহ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হয়েছে। এতে স্থানীয় দরিদ্র শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর আশেপাশে শিক্ষাব্যবস্থা একদম ভেঙে পড়েছে। প্রথম দিকে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করেছিল। ফলে এসমস্ত এলাকায় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় ব্যাঘাত ঘটে। স্থানীয়

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের কর্মী যোগাতে অনেক রোহিঙ্গা যুবককে কাছে টানছে বলেও অভিযোগ আছে। রোহিঙ্গারা যদি রাজনীতিতে ঢুকে পড়ে তাহলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে। তাছাড়া রোহিঙ্গারা বিভিন্ন কৌশলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। এর জন্য তাঁরা দেশীয় দালালদের সহায়তায় ভুয়া জন্মনিবন্ধন সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করছেন। জানা গিয়েছে মাত্র ১৪ হাজার টাকার বিনিময়ে এক সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশের ন্যাশনাল আইডি (এনআইডি) পাচ্ছে রোহিঙ্গারা।[১৮] এভাবে এনআইডি নিয়ে তারা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। কোনো সম্প্রদায়কে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘদিন আটকে রাখা যায় না। ক্যাম্পে আশ্রিত রোহিঙ্গা তরুণরা সপ্তাহে একদিন রেশন তুলবে আর বাকি দিনগুলো বসে থাকবে, তা হবে না। তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দিয়েছে। তারা ক্যাম্প থেকে গোপনে বেড়িয়ে নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

৪.৪. পর্যটন শিল্পের বিপর্জয়

রোহিঙ্গাদের অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হলে কক্সবাজারের পর্যটন শিল্পে ধস নামার আশঙ্কা আছে। এখনই রোহিঙ্গা নারীদের কক্সবাজারে অবাধে চলাফেরা করতে দেখা যায়। দেহ ব্যবসায়ও অনেক নারীকে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে কক্সবাজারকে অনেকেই পাশ কাটিয়ে অন্য পর্যটনকেন্দ্রে চলে যেতে পারেন। এমনটা হলে কক্সবাজারের পর্যটনে ভয়াবহ ধস নামতে পারে। কক্সবাজারে সাড়ে তিনশ হোটেল, মোটেল, গেস্ট হাউস ও কটেজ রয়েছে। পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা নারীদের অনেকেই হোটেল-মোটেলে দেহ ব্যবসায় পাওয়া যাচ্ছে। এদের মধ্যে এইডস আক্রান্তরাও রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে পর্যটকসহ হোটেল-মোটেল শ্রমিকদের শারীরিক মেলামেশায় বিভিন্ন ধরনের রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। এইডস আক্রান্ত রোহিঙ্গাদের সঙ্গে স্থানীয় অনেকে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ায় দেশে এইডস ছড়ানোর আশঙ্কা আছে। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারসহ আশপাশের জেলায় তাঁরা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকছেন। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে অবস্থানকারী রোহিঙ্গাদের কাছেও তাঁরা আশ্রয় নিচ্ছেন। পুরনো রোহিঙ্গারা স্থানীয় প্রভাবশালীদের 'ম্যানেজ' করে নানা রকম অবৈধ ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত রয়েছেন। কক্সবাজারের উখিয়া, টেকনাফ ও বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যে অভিযান চালিয়ে হাজারো রোহিঙ্গাকে আটক করে ক্যাম্পে ফেরত পাঠিয়েছে পুলিশ। অভাব অনটনে পড়া রোহিঙ্গা নারীরা যদি কক্সবাজারে অবাধে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে অনেকেই সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন। এমনকি দেশের মানুষও পরিবার নিয়ে সেখানে যেতে অনাগ্রহ দেখাবেন।

৪.৫. নিরাপত্তার ঝুঁকি

রোহিঙ্গাদের মধ্যে কট্টরপন্থি মনোভাবাপন্ন যুবকদের কাছে টানার চেষ্টা করছে বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠন। এত বেকার যুবকের মধ্যে হতাশা কাজ করা স্বাভাবিক। জঙ্গি সংগঠনগুলো এই সুযোগ কাজে লাগাতে চাইলে ভয়াবহ বিপর্যয় হতে পারে। রোহিঙ্গা যুবকরা মাদক পাচারে আগে থেকেই জড়িত। বাংলাদেশে ইয়াবা যা ঢোকে তার ৯০ ভাগই মায়ানমার থেকে।[১৯] ইয়াবা এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় সমস্যা। তাঁদের এ সব কাজের সুযোগ করে দিচ্ছে এ দেশের কিছু

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

মানুষ। পালিয়ে আসার সময় অনেক রোহিঙ্গা সঙ্গে করে কিছু ইয়াবাও এনেছিল। তাঁরা যখন দলে দলে এখানে ঢোকেন, তখন তাঁদের তল্লাশি করে ঢোকানোর কোনো সুযোগ ছিল না। তাছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশে যেসমস্ত রোহিঙ্গা বসবাস করছে, তাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন আত্নীয়-স্বজন মায়ানমারে বসবাস করছে, এবং তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে। রোহিঙ্গারা তাদের এই আত্নীয়-স্বজনদের মাধ্যমে ইয়াবাসহ অন্যান্য লেনদেন করতে পারে। কক্সবাজারের উখিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সড়কের দু'পাশে কালো রঙের পলিথিন দিয়ে বানানো হয়েছে শত শত ঝুপড়িঘর। যতদূর চোখ যায় একই চিত্র। পাহাড়-বনাঞ্চল এখন আর কিছুই চোখে পড়ে না। পাহাড়গুলো কেটে এই ঝুপড়িঘরগুলো বানানো হয়েছে। বন বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, সাড়ে চার হাজার একর পাহাড় কেটে মায়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের জন্য বসতি করা হয়েছে। এই ঝুপড়িঘরগুলো রোহিঙ্গারা নিজেরাই তৈরি করেছে। ফলে ওই এলাকায় ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। একটু ভারী বৃষ্টিপাত হলেই ধসে পড়তে পারে পাহাড়। এতে বহু মানুষ হতাহতের আশঙ্কা রয়েছে। মানবিক কারণে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু পাহাড়গুলো কেটে তারা যে আবাসস্থল বানাচ্ছে, তাতে বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। এক সময় হয়তো রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হবে, নতুন করে হয়তো গাছও লাগানো যাবে, কিন্তু পাহাড়গুলোর ক্ষতি আর পূরণ করা যাবে না। অন্য জায়গা থেকে মাটি এনে তো আর পাহাড়ের কাটা জায়গা পূরণ করা যাবে না। এই পাহাড়গুলো ১৫-২০ মিলিয়ন বছরের (দেড় থেকে দু'কোটি বছর) পুরনো। পাহাড়গুলো কাটার ফলে এখন বৃষ্টি হলে পাহাড়ের মধ্যে পানি ঢুকে পড়বে। এতে যে কোনো সময় পাহাড় ধসে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। ফলে ক্ষতি যা হওয়ার তা তো হয়েছেই। আর যাতে ক্ষতি না হয় সে দিকে নজর দিতে হবে। এখনই ব্যবস্থা না নিলে বাংলাদেশের এই ক্ষতি আর পূরণ করা সম্ভব হবে না। রোহিঙ্গাদের বসতির কারণে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে ১ হাজার ৮৬৫ কোটি টাকার বন ধ্বংস হয়ে গেছে। হুমকির মুখে পড়েছে সেখানকার পরিবেশ, বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য। ধ্বংস হয়েছে ৬ হাজার ১৬৩ হাজার একর বন।[২০] এ ছাড়া বসতি স্থাপন করতে গিয়ে এশিয়ান হাতির আবাসস্থল ও বিচরণ ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এভাবে দীর্ঘদিন চলতে থাকলে উখিয়া ও টেকনাফের বনাঞ্চল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে বন বিভাগ। রোহিঙ্গা বসতির কারণে বনভূমির ওপর চাপ তৈরি হয়েছে বলে মনে করছে বন বিভাগ। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, প্রতি মাসে রোহিঙ্গাদের ৬ হাজার ৮০০ টন জ্বালানি কাঠ প্রয়োজন।[২১] রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধরনের ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হলেও রান্নার জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। ফলে প্রতিদিনই তারা বনাঞ্চল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করছে। রোহিঙ্গাদের জন্য কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ নিয়ন্ত্রণাধীন উখিয়া ও টেকনাফে ২ হাজার ২৭ একর সৃজিত বন (প্রধানত সামাজিক বনায়ন) এবং ৪ হাজার ১৩৬ একর প্রাকৃতিক বনধ্বংস হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত ৮ লাখ ৭২ হাজার ৮৮০ জন রোহিঙ্গা বনাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে। রোহিঙ্গাদের জন্য ২ লাখ ১২ হাজার ৬০৭টি গোসলখানা, ত্রাণ সংরক্ষণের জন্য ২০টি অস্থায়ী গুদাম, ১৩ কিলোমিটার বিদ্যুতের লাইন, ৩০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ এবং ২০ কিলোমিটার খাল খনন করা হয়েছে।[২২] বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক একটি অবকাঠামো তৈরি করবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার বনভূমি ও

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

বনজ সম্পদ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ছাড়া রোহিঙ্গারা মায়ানমার ফিরে গেলেও জায়গা জবরদখল হয়ে যেতে পারে এবং স্থাপনাগুলো অপসারণ করে বনায়ন করা কঠিন হবে।

৫. রোহিঙ্গা শরণার্থী ইস্যুতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি

সারা পৃথিবীর মানুষ এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল যে, বাংলাদেশের পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া মায়ানমারের সীমান্তবর্তী পার্বত্য এলাকা অভাবনীয় খনিজ সম্পদে ভরপুর। সারা দুনিয়া না জানলেও পশ্চিমাবিশ্ব এ বিষয়ে খুব সচেতনভাবে সচেতন এবং এ কারনে বিভিন্ন কৌশলে তারা পার্বত্য এলাকায় সচেতন দৃষ্টি দিয়ে রেখেছে। মেনেই নিলাম উনারা খুব সাধু-দরবেশ, শুধুমাত্র মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা রোহিঙ্গাদের সেবা করে যাচ্ছে। কোনো ধরনের সাম্রাজ্যবাদী পায়তারা উনারা কল্পনাও করতে পারেন না। তাহলে খুব একটা সহজ ভাবনা হলো- জুলাই, ২০১৯ বাংলাদেশের ১৯ টি জেলা একসাথে বন্যা প্লাবিত। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে বন্যা কবলিত হয়ে মানবতার জীবনযাপন করছে। এ বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা কানা- বন্যা কবলিত মানুষের দূর্বিষহ জীবন তাঁরা চোখে দেখে না, তাঁরা বধির- বানভাসিদের করুন আর্তনাদ তাদের কানে আসে না। কারণ বন্যার পানির উর্ণনাভের নিচে এখনো ভরপুর খনিজের সন্ধ্যান পাওয়া যায়নি।

৫.১. রোহিঙ্গা নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি

নতুন যে জটিলতার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে তার ইঙ্গিত মেলে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ এশিয়ার জন্য বাজেট বিষয়ক শুনানিতে। কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদের এশিয়া প্রশান্ত-মহাসাগরীয় উপকমিটির চেয়ারম্যান ব্রাড শেরম্যান রোহিঙ্গাদের জন্য মানচিত্রটাই বদলে দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। তিনি মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যকে দেশটি থেকে আলাদা করে দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করার সম্ভাবনার কথা বিবেচনার জন্য পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ১৩ জুন, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ওই শুনানির সূচনা বক্তব্যে ব্রাড শেরম্যান বলেন, সুদান থেকে দক্ষিণ সুদানকে আলাদা করে একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে যুক্তরাষ্ট্র যদি সমর্থন করতে পারে, তাহলে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কেন একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না?[২৩] মিয়ানমারে একটি গণহত্যাও সংঘটিত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে মায়ানমার যদি রাখাইনের রোহিঙ্গা নাগরিকদের দায়িত্ব নিতে না পারে, তাহলে যে দেশ তাদের দায়িত্ব নিয়েছে, সেই বাংলাদেশের সঙ্গে রাখাইনকে জুড়ে দেওয়াই তো যৌক্তিক পদক্ষেপ। জানা যায় সেসময় ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিনিধিত্বকারী কূটনীতিকেরা অবশ্য কংগ্রেসম্যান শেরম্যানের বক্তব্যকে সমর্থন বা নাকচ কোনোটিই করেননি।[২৪] কংগ্রেসের এ ধরনের প্রস্তাব বাংলাদেশের জন্য মোটেও সুখকর নয় বরং এমন প্রস্তাব আমাদের সার্বভৌমত্বের জন্য বিরাট হুমকি। উল্লেখ্য যুক্তরাষ্ট্র বহু বছর ধরে বাংলাদেশের সেন্টমার্টিন দ্বীপে নৌ ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করছে। এরশাদের সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯১ সালে হওয়া ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সেইন্টমার্টিন দ্বীপে সহায়তা প্রদানের নামে নৌ ঘাঁটি স্থাপনের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পরিসংখ্যান করে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নিজের উত্তরসূরিদের সেই পর্যবেক্ষণ ও ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে মরিয়া হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

কৌশলগত কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এই অঞ্চলের গুরুত্ব অনেক বেশি মায়ানমারে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারকে আস্থায় রেখে যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্বার্থ আদায় করে নিতে চায়। তাদের কৌশল পরিষ্কার- চীনের বিরুদ্ধে মায়ানমারকে ব্যবহার করা এবং বিদ্রোহীদের উসকে দিয়ে তেল সরবরাহের পাইপলাইন বন্ধ করে দেওয়া। এর ফলে চীনের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, একই সঙ্গে বৃহত্তর বঙ্গোপসাগরে যুক্তরাষ্ট্র তার মেরিন উপস্থিতি নিশ্চিত করতে চায়। এই মেরিন উপস্থিতি প্রয়োজনে সেনা গ্যাস ও তেলসরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে। এছাড়া চীনের প্রচুর জ্বালানি শক্তি প্রয়োজন, চাহিদাও বেশি। এই জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতেই এই অঞ্চলে সমুদ্র বন্দরকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় এনেছে। যাকে চীন বলছে 'মুক্তার মালা' নীতি। এই নেটওয়ার্ক যদি ভেঙে ফেলা যায় তাহলে চিনে জ্বালানি সরবরাহ ঘাটতি দেখা দেবে এমনকি চীনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড নামে যে মহা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সেটাও বাস্তবায়িত হবে না। বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জঙ্গী সংগঠনের ধারণাটি আমেরিকার মস্তিষ্ক প্রসূত, আমেরিকার স্বার্থেই এটা ব্যবহৃত হয়। জঙ্গি সংগঠনগুলোর তৎপরতা এখন সিরিয়া-ইরাক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কেন্দ্রীভূত হয়েছে, সুতরাং জঙ্গি সংগঠনগুলোর কাছে আরাকান এখন মোক্ষম এলাকা। বঙ্গোপসাগর বেষ্টিত আরাকানে জঙ্গী তৎপরতা বেড়ে যাওয়ার জন্য একটা উত্তম জায়গা। আইএস যদি আরাকানে ঘাটি করতে পারে তাহলে আক্রান্ত হবে বাংলাদেশ। বৃহত্তর কক্সবাজার অঞ্চলে জঙ্গী তৎপরতা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকবে। ফলে পার্বত্য এলাকা ইউএসএ এর দখলে চলে যাবে। সিরিয়া ও ইরাকে যেমন ইসলামিক স্টেট প্রতিষ্ঠার সংবাদ পেয়েছি, তেমনি ইউএসএ ও ইসরাইলের গোপন দলিলে রোহিঙ্গা ল্যান্ড প্রতিষ্ঠার খবর শিরোনাম হতে পারে।

৫.২. সেন্টমার্টিন দ্বীপ নিয়ে মায়ানমারের রাজনীতি

বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আলোচিত বিষয় বাংলাদেশের পর্যটক সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চল সেন্ট মার্টিন দ্বীপ। এই আলোচনার জন্ম সেন্টমার্টিন দ্বীপকে মায়ানমার নিজেদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের আরাকান রাজ্য থেকে জোর করে বিতাড়ানোর উদ্দেশ্য, ও সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে নিজেদের দাবি করার মধ্যে মুদ্রাপিঠ সম্পর্ক স্পষ্ট। এটা অদূর ভবিষ্যতে দখলদারিত্বের একটি ইঙ্গিত মাত্র। এটি বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। এর আয়তন ১৯৭৭ একর বা ৮ বর্গ কিলোমিটার। এখানে ১৯টি মসজিদ, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সেন্ট মার্টিনের স্বাক্ষরতার হার ১৫.১৩ শতাংশ। ২০১১ সালের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই দ্বীপের জনসংখ্যা ৬ হাজার ৭ শত ২৯ জন। সেন্ট মার্টিনে যাবার প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম হলো নৌপথ। দেশের একমাত্র প্রবালসমৃদ্ধ এই দ্বীপে ৬৮ প্রজাতির প্রবাল আছে। ১৫১ প্রজাতির শৈবাল, ১৯১ প্রজাতির মোলাস্ক বা কড়ি-জাতীয় প্রাণী, ৪০ প্রজাতির কাঁকড়া, ২৩৪ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, চার প্রজাতির উভচর, ২৮ প্রজাতির সরীসৃপ, ১২০ প্রজাতির পাখি, ২০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে। এ ছাড়া ১৭৫ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। এখানে দুই প্রজাতির বাদুড় ও পাঁচ প্রজাতির ডলফিনেরও বাস।[২৫] ২০১২ সালের ১৪ মার্চ জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (আইটিএলওএস) বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সমুদ্রসীমা বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

রায় প্রদান করেন। ১৫১ পৃষ্ঠাব্যাপী সেই রায়ে বাংলাদেশ নীতিগতভাবে জয়ী হলেও মভয়ানমার একেবারেই হেরে যায়নি। International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) সেদিন যদি উভয় দেশের কন্টিনেন্টাল শেলফের (সিএস) সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিস্পত্তি করতো, তাহলে আজ মায়ানমার এই দাবি করতে পারতো না। সমুদ্রসীমা বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS ।।।) অনুযায়ী সমুদ্রতট থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে সিএসের সীমানা ধরে বিরোধ নিস্পত্তির জন্যে ট্রাইব্যুনাল উদ্যোগ নেয়। সমুদ্রতটবর্তী পাশাপাশি দুটি দেশের Territorial Sea (TS) বিষয়ে তখন বাংলাদেশের যুক্তি ছিল সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণ সাগরসীমা নিয়ে ১৯৭৪ ও ২০০৮ সালে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি সমঝোতা চুক্তি হয়। কিন্তু মিয়ানমারের আপত্তির মুখে সেটি দুর্বল হয়ে যায়। মায়ানমার দাবি করে ওই চুক্তিগুলো ছিল জাহাজ চলাচলবিষয়ক কিন্তু সীমানা নির্ধারণের চুক্তি নয়। মায়ানমারের জোরালো দাবি করে বলে যে, সেন্ট মার্টিন দেশটির স্থলসীমানার (নাফ নদ) ভেতরে পড়ে। তাই সমুদ্র বিরোধ নিস্পত্তির সময় সেন্টমার্টিন দ্বীপকে আলাদাভাবে দেখার জন্যে আইটিএলওএসকে অনুরোধ জানায় মায়ানমার। ট্রাইব্যুনাল মায়ানমারের যুক্তিকে মেনে নিয়ে সেন্টমার্টিন দ্বীপকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ধরে বাংলাদেশকে সর্বাধিক ১২ নটিক্যাল মাইল (১ নটিক্যাল মাইল= ১.৮৫২ কিলোমিটার) রাষ্ট্রীয় সমুদ্রের অধিকারই প্রদান করেন। যার ফলে বাংলাদেশ তার সমুদ্রতটের দক্ষিণ সীমানা সেন্টমার্টিন দ্বীপের দক্ষিণ থেকে মূল ভূখণ্ডে টেকনাফের দিকে সরে আসে।[২৬] মায়ানমারের রোহিঙ্গারা অবস্থান নিয়েছে সেন্টমার্টিন দ্বীপের অদূরে উখিয়া ও টেখনাফ উপজেলাতে। বিগত প্রায় সাড়ে চার বছরেও রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করানো সম্ভব হয়নি। এনিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে নানা সমীকরণ- তৈরী হয়েছে নানা জটিলতা। এতসব জটিল সমীকরণর ও হিসেব নিকেসের ভীড়ে সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের হাতছাড়া হয়ে গেলে সেটা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্যে বিরাট হুমকি।

৫.৩. রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীনের রাজনীতি

মায়ানমারে রোহিঙ্গা নিপীড়নের বিষয়টিতে সবসময়ই জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের বিরোধী চীন। রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যে পদক্ষেপই নিতে চেষ্টা করুক না কেন, তাতে বাঁধ সাধে স্থায়ী সদস্য চীন, তার সাথে রাশিয়াও। রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীনের বিরোধিতার কারণ দুটি। এর একটি হলো অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার পক্ষে তাদের চিরাচরিত পররাষ্ট্রনীতি - যার পাশাপাশি চীন চায় যে তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও অন্য কোন দেশ হস্তক্ষেপ না করুক। আর অপরটি হচ্ছে, তাদের কৌশলগত ও বাণিজ্যিক স্বার্থ, যার মূল কথা- তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও তেল-গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মালাক্কা প্রণালী ছাড়াও মায়ানমারের ভেতর দিয়ে আরেকটি স্থলপথকে অক্ষুন্ন রাখা। চীন এ ব্যাপারে খুবই সচেতন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যদি তাদের কোন সংঘাতের আশংকা তৈরি হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র এই প্রণালীটি অবরুদ্ধ করে দিতে পারে। এটা তাদের কৌশলগত ভাবনার মধ্যে আছে। এ জন্যই তারা সরাসরি

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

বঙ্গোপসাগরে যাবার একটা পথ ব্যবহার করতে চায়। ইতিমধ্যেই মায়ানমারের আকিয়াব বন্দর থেকে চীনের ইউনান বা কুনমিং পর্যন্ত পাইপলাইন দিয়ে তেল-গ্যাস সরবরাহ শুরু করেছে। মালাক্কা প্রণালীকে বাইপাস করে তাদের সাপ্লাই লাইনকে খোলা রাখা। এ জন্য যে সব দেশ তাদের সহযোগিতা করছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর একটা বিরাট কৌশলগত চিন্তা চীনের অবস্থান কি হবে তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে। চীনের অন্যতম শত্রু রাষ্ট্র তার প্রতিবেশি ভারত। মিয়ানমারের সঙ্গে ভারতেরও স্থল সীমান্ত সংযোগ রয়েছে। মিয়ানমারে ভারতের প্রভাব কমানো এবং ভারতকে কৌশলগতভাবে ঘিরে ফেলাও যে কোনো মূল্যে মায়ানমারকে হাতে রাখা চীনের অন্যতম সামরিক নীতি। এ ছাড়া রাখাইনে আকিয়াব সমুদ্রবন্দরে তৈরি হচ্ছে চীনের জ্বালানি তেলের টার্মিনাল যার প্রকৃত উদ্দেশ্য- তেল আমদানিতে মালাক্কা প্রণালীর ওপর নির্ভরতা হ্রাস এবং ভারত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের একক আধিপত্যতে চ্যালেঞ্জ করে নিজের সামরিক শক্তি উপস্থিতি জানান দেওয়া। উল্লেখ্য: তিব্বতে ১৯৫৪ সালে যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত তখন তিব্বতী যোদ্ধাদের সমর্থন দিচ্ছিল। সেই যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্য নিয়ে চীন এবং ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।[২৭] সেই চুক্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাঁচটি আদর্শের কথা বলা হয়েছিল। তার প্রথমটি ছিল- কোন দেশই অন্য কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। জাতিসংঘের সনদেও এমনটা লেখা আছে। ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ আফ্রিকান এবং এশিয়ান দেশগুলোর এক সম্মেলনে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা হয়। সেখানেও বলা হয়েছিল, এই আদর্শগুলোকে অনুসরণ করেই জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোকে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে। চীন আনুষ্ঠানিকভাবে এই পাঁচটি নীতিমালা এখনো বজায় রেখেছে, সেকারণেই তারা অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অন্তত আনুষ্ঠানিকভাবে চাইছে না। মায়ানমারের ক্ষেত্রেও সেটাই প্রযোজ্য।

৫.৪. রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারতের রাজনীতি

রাখাইন রাজ্যে গভীর সমুদ্রবন্দর তৈরি করছে ভারত। মিজোরাম থেকে মায়ানমার হয়ে থাইল্যান্ড পর্যন্ত সড়ক বানানোর একটি পরিকল্পনাও ভারতের আছে। সেজন্য ভারত মায়ানমার বিষয়ে যেকোনো বিবৃতি বা মন্তব্য করার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক। সুতরাং ভূ-রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের পরম বন্ধু রাষ্ট্র ভারতও মায়ানমারের গণহত্যার পক্ষ নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা কামীদের আন্দোলন দমন, কড়িডোর সুবিধা, ট্রানজিট, ট্রান্সশিপমেন্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কাছ সুবিধা আদায় সম্পন্ন হলেও মায়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন ১ হাজার ৬৪৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনরত তিনটি রাজ্য মনিপুর, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামের বিদ্রোহ দমন করতে মায়ানমারের বিশেষ সহযোগিতা প্রয়োজন। রোহিঙ্গা ইস্যুতে মায়ানমারকে সমর্থন না করে বাংলাদেশের পাশে দাড়ালে এ তিনটি রাজ্যের আন্দোলন দমন করা কঠিন হয়ে পড়বে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলনরত সাতটি রাজ্য 'সেভেন সিস্টার্স' এ পণ্য পরিবহণ, সামরিক সরঞ্জামাদি প্রেরণ ও সড়ক যোগাযোগের একমাত্র স্থলপথ 'চিকেন নেক' বলে পরিচিত শিলিগুড়ি কড়িডোর। মাত্র ১৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর এই কড়িডোরটি কৌশলগতভাবে ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা চীন-

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

ভারত যুদ্ধ হলেই এই কড়িডোরটি দখল বা বন্ধ করে দিতে মরিয়া চেষ্টা করবে চীন। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে পণ্য পরিবহন ট্রানজিটও যদি ব্যবহার করতে না পারে ভারত তবে সেভেন সিস্টার্স এ নিয়ন্ত্রণ হারানো অস্বাভাবিক নয়। তাই বিকল্প হিসেবে ভারত মায়ানমারের ভেতর দিয়ে কালাদান নদী ব্যবহার করে রাখাইনের রাজধানী সিতওয়ে থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরামের মধ্য দিয়ে লম্বা একটি 'মাল্টিমোড আল' বা বহুমাত্রিক যোগাযোগ স্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার নাম কালাদান মাল্টিমোডা ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট। অখণ্ড ভারত ও সার্বভৌমত্বের হুমকি মোকাবেলায় হাতে নেওয়া এই প্রকল্পে ভারত ইতোমধ্যে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ছাড় করেছে।[২৮] এই প্রকল্পে কলকাতার হালদিয়া বন্দরের বিভিন্ন পণ্য সরাসরি সিতওয়ে বন্দরের মাধ্যমে ভারতের সেভেন সিস্টার্স এ পৌঁছানো সম্ভব হবে। অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে মায়ানমারের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ট হতে সিতওয়ের কাছে স্পেশাল ইকোনোমিক জোন গঠনের প্রকল্প নিয়েও এগিয়ে গেছে ভারত। রোহিঙ্গা অধ্যুষিত ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন উত্তর রাখাইন যেহেতু ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে যে কোনো বিশৃঙ্খলা ভারতের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা মোকাবেলায় কৌশলগত কারণেই মায়ানমারের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। এদিকে ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা এটাও মনে করেন, চীন ভারতকে ঘিরে ফেলছে। তাই নিরাপত্তা ও সামরিক কৌশলগত কারণে মিয়ানমারে চীনের প্রভাব কমাতে আদা-জল খেয়ে গেছে ভারত। এ চেষ্টার অংশ হিসেবে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'অ্যাক্ট ইস্ট প্রকল্পে'র আওতায় ভারত-মায়ানমার-থাইল্যান্ড যোগাযোগ স্থাপনের কাজও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এ ছাড়া ইদানীংকালে ভারত কিছু সমরাস্ত্রও তৈরি করছে যার বাজার খুঁজছে ভারত। ওই বাজারের খোঁজেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী, সেনা-নৌ বাহিনী প্রধানের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময়ে মায়ানমার সফর করছেন এবং দুই দেশ বেশ কয়েকটি সামরিক সহযোগিতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এর আগে ভারত ২০০৫ সালে প্রথমবারের মতো মিয়ানমারের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে বলে একটি গবেষণায় উল্লেখ করেছে স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিচার্স ইনইস্টিটিউট। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার মুখে মায়ানমারের কাছে ভারতের অস্ত্র বিক্রির তথ্য জানাজানি হলে বেশ কয়েকটি দেশ ও সংগঠনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক হুমকির মুখে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ভারত স্বীকার করে, অস্ত্র বিক্রি নয়, ভারত-মায়ানমার অভিন্ন সীমান্তে তারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিরক্ষা বিষয়ক চুক্তিতে আবদ্ধ আছে।

৫.৫. রোহিঙ্গা ইস্যুতে রাশিয়ার রাজনীতি

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার পর রাশিয়া শুধু অর্থনৈতিক ভাবেই নয় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে ভ্লাদিমির পুতিন দেশটির শাসনভার গ্রহণ করার পর তার দেশকে ক্ষমতায় সোভিয়েত যুগে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টার অংশ হিসেবেই রাশিয়া মায়ানমারমুখী হয়েছে। ২০১৫ সালে মায়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক অবরোধ উঠে গেলে দেশটিতে বিনিয়োগ ও অস্ত্র বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ করে রাশিয়া। ঐ বছরই ৩০ বছর ধরে মায়ানমারের অস্ত্র বাজারে চীনের একছত্র নিয়ন্ত্রণে ভাগ বসায় রাশিয়া। সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ, নতুন প্রযুক্তি ও প্রজন্মের অস্ত্রভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণ এবং

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

বিমানবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্বাধীনতাকামী আন্দোলন দমাতে বিমানবাহিনীর সহায়তা নেওয়া ইত্যাদি নানামুখী কারণেই রাশিয়ার অস্ত্রের প্রতি মনোযোগ দেয় মায়ানমার। সামরিক বাহিনী আধুনিকীকরণে দেশটি রাশিয়া থেকে মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান, দূরপাল্লার মিসাইল, গানশিপ, হেলিকপ্টার, গান সিস্টেম, এন্টিট্যাংক ইত্যাদি ক্রয় করেছে। এ ছাড়া ইতোমধ্যে আরও বেশ কয়েকটি সামরিক ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাশিয়া মিয়ানমারে বিমান বিক্রয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখতে মিগ কোম্পানি দেশটিতে একটি অফিসও খুলেছে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এসআইপিআরপি) এর ওই গবেষণা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত কেবল রাশিয়ার কাছ থেকে মায়ানমার কমপক্ষে ৩৯ কোটি ৬০ লাখ ডলারের অস্ত্র ক্রয় করেছে।[২৯] অর্থের হিসেবে রাশিয়া মিয়ানমারে দ্বিতীয় অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ। এ অবস্থানটি একচেটিয়া করতেই মরিয়া হয়ে উঠেছে রাশিয়া। রাশিয়া শুধু মায়ানমারের অস্ত্রের বাজারের দিকেই নজর দিয়েছে এমন নয়, বরং অর্থসহায়তা (বিনিয়োগ) ও প্রযুক্তি রপ্তানির দিকেও দিয়েছে বিশেষ মনোযোগ। এ লক্ষ্যে রাশিয়া মায়ানমারে দুটি পারমানবিক বিদ্যুত কেন্দ্র তৈরীর চুক্তি করে ২০১৩ সালে যার কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এ ছাড়া দেশটির বিপুল খনিজ সম্পদ (বিশেষ করে তেল ও গ্যাস) আহরণে রাশিয়া ইতোমধ্যে মায়ানমারে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। মায়ানমারের তেল-গ্যাসের ভাণ্ডারের মুনাফায় নিজের আধিপত্য রাখতে রাশিয়ার সরকারি কোম্পানি 'গাজপ্রম' রাজধানী ইয়াঙ্গুনে একটি অফিসও খুলেছে। মায়ানমারের উচ্চ শিক্ষার বাজার ধরতে এবং কৌশলে প্রভাব বিস্তার করার নীতি হিসেবে মায়ামারের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে রাশিয়া। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, ১৯৯৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৪ হাজার ৭০৫ জন শিক্ষার্থী রাশিয়ায় উচ্চশিক্ষা শেষ করেছেন যাদের ৭০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেছেন কেবল পারমাণবিক বিদ্যায়।[৩০] এ ছাড়া রাশিয়ার সরকার মায়ানমারের সামরিক বাহিনীকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে দীর্ঘদিন ধরেই। ফলে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করার প্রতিযোগিতায় রাশিয়া কিছুতেই পিছিয়ে যাচ্ছে না।

৬. বাংলাদেশের রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে সুপারিশ

বর্তমানে বাংলাদেশ মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীদের নিয়ে যে হিমশিম খাচ্ছে তা একবিংশ শতকের এক বিরাট মানবিক বিপর্যয়। প্রথম দিকে বিশ্বসম্প্রদায় তো এই বিপর্যয়কে স্বীকৃতিই দিতে চায়নি। মায়ানমার সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকার বলেছে, এই রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং তারা তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাচ্ছে। শুরুর দিকে এই ভাগ্যবিড়ম্বিত আদম সন্তানদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বাংলাদেশের স্থানীয় জনগণ ও সরকার। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন, মায়ানমারের এই রোহিঙ্গা নাগরিকদের বাংলাদেশ সাময়িকভাবে আশ্রয় দিচ্ছে ঠিক, তবে তাদের দ্রুততম সময়ে নিজ দেশে ফেরত যেতে হবে। ইতিমধ্যে রোহিঙ্গা সংকটের ষষ্ঠ বছরে পা দিয়েছে বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া জোরপূর্বক বিতাড়িত মায়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিকের সংখ্যা ১২ লাখ এবং ক্যাম্পে প্রতিদিন নতুন নতুন শিশু জন্ম নিচ্ছে। বর্তমান সংকটের উৎপত্তি মায়ানমারে এবং সেখানেই এর সমাধান রয়েছে।

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অব্যাহত দমন-পীড়ন বন্ধে মায়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টির পাশাপাশি নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধান সম্ভব। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এক্ষেত্রে শক্তিশালী ও বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

- শুরু থেকেই বাংলাদেশ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি টেকসই ও শান্তিপূর্ণ সমাধান চেয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট নিরসনে ২০১৭ সালের ২৩শে নভেম্বর বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়েছিল। এই সমঝোতাকে চুক্তি বলা হয়নি। বলা হয়েছিল অ্যারেঞ্জমেন্ট।[৩১]

দু'দেশের স্বাক্ষরিত এই দলিলে উল্লেখিত কিছু শর্তঃ

- ✓ ৯ই অক্টোবর ২০১৬ এবং ২৫শে আগস্ট ২০১৭ - এর পরে বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী 'বাস্তুচ্যুত রাখাইন রাজ্যের অধিবাসীদের' ফেরত নিবে মায়ানমার। দলিল স্বাক্ষরের দুই মাসের মধ্যে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে।
- ✓ সমঝোতা দলিল স্বাক্ষরের তিন সপ্তাহের মধ্যে দুই দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হবে এবং মাঠ পর্যায়ে প্রত্যাবাসনের শর্তাবলী চূড়ান্ত করা হবে।
- ✓ দু'পক্ষই রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা UNHCR-এর সহায়তা নিতে সম্মত হয়। বলা হয় বাংলাদেশ তাৎক্ষনিক এই সংস্থাটির সহায়তা পাবে। এবং মায়ানমার প্রয়োজন অনুযায়ী UNHCR কে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করবে।
- ✓ প্রত্যাবাসনকারীদের নাগরিকত্ব পরিচয় যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে। প্রক্রিয়ায় জটিলতা দেখা দিলে বাংলাদেশ ও মায়ানমার আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করবে। ১৯৯২ পরবর্তী প্রত্যাবাসন চুক্তি এক্ষেত্রে যাচাই প্রক্রিয়ার আদর্শ হিসেবে ধরা হবে।
- ✓ শুধুমাত্র স্বেচ্ছায় মায়ানমার ফিরতে আগ্রহী প্রত্যাবাসনকারীরা এই সমঝোতার আওতাধীন।
- ✓ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় জন্ম নেওয়া (রাখাইনে ধর্ষণের কারণে) শিশুদেরকে বাংলাদেশের আদালতের মাধ্যমে প্রত্যায়িত (সার্টির্ফাই) করতে হবে।
- ✓ প্রত্যাবাসনকারীদের প্রাথমিকভাবে সীমিত সময়ের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়স্থলে রাখা হবে।
- ✓ নাগরিকত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করার সাপেক্ষে সকল প্রত্যাবাসনকারীকে ফেরত নেবে মায়ানমার।

- রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরুর জন্য ২০১৮ ও ২০১৯ সালে দুটি প্রচেষ্টাও চালানো হয়। কিন্তু রাখাইনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ায় বাছাই করা সেসব রোহিঙ্গা ফিরতে রাজি ছিল না। নিরাপত্তা, সহিংসতার পুনরাবৃত্তি না হওয়ায়, জীবিকার সুযোগ এবং নাগরিকত্বের পথসহ মৌলিক অধিকারের ইস্যুগুলো নিয়ে রোহিঙ্গারা উদ্বিগ্ন ছিল বলেই তারা ফিরতে চায়নি।

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

- এছাড়া অব্যাহতভাবে মায়ানমার তার অঙ্গীকার অমান্য করায়, ত্রিপক্ষীয় একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চীনের সহায়তায় প্রত্যাবর্তন আলোচনা শুরুর জন্য বাংলাদেশ বিকল্পের আশ্রয় নেয়। তবে আজ পর্যন্ত তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। এই সংকট সমাধানে মায়ানমার কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক সদিচ্ছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তনের পরিবেশ তৈরিতে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ এবং প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসন এবং একটি টেকসই সমাধান খুঁজে পেতে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।
- রোহিঙ্গা ইস্যুতে আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে আসিয়ান প্রধান ভূমিকা নিতে পারে। রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব নিশ্চিতে রাখাইন রাজ্যের ওপর জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব (১৯৯৭-২০০৬ইং) কফি আনান (১৯৩৮-২০১৮ইং) উপদেষ্টা কমিশনের সুপারিশগুলো সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নে ব্যাপক প্রচেষ্টা নেয়া উচিত। বেসামরিক পর্যবেক্ষক হিসেবে তাদের অর্থবহ উপস্থিতি স্বেচ্ছায় নিজের মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনে রোহিঙ্গাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।

কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালায় বলা হয়েছেঃ

- ✓ রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান এবং মায়ানমার ও বাংলাদেশ মিলে যৌথ যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের নিরাপদে (বাংলাদেশ থেকে) প্রত্যাবাসন করতে হবে।
- ✓ ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী নাগরিকত্ব যাচাইপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে। এরই মধ্যে নাগরিক হিসেবে যাচাই হওয়া ব্যক্তিদের সব ধরনের অধিকার ও স্বাধীনতা দিতে হবে।
- ✓ মায়ানমারের নাগরিকত্ব আইনটি আন্তর্জাতিক রীতিনীতি, নাগরিকত্ব ও জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে।
- ✓ যারা মায়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি তাদের ওই দেশটিতে অবস্থানের বিষয়টি হালনাগাদ করে ওই সমাজের অংশ করে নিতে হবে।
- ✓ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবার অবাধ চলাচলের সুযোগ দিতে হবে।
- ✓ রাখাইনে উন্নয়ন ও বিনিয়োগের পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলোও উপকৃত হতে পারে।
- ✓ মায়ানমারের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সব গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
- ✓ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সুসম্পর্ক সৃষ্টি এবং সমাজের সব সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- ✓ সীমান্ত ইস্যুসহ অভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ-মায়ানমার সুসম্পর্ক জোরদার করতে হবে
- ✓ সুপারিশ বাস্তবায়নে মায়ানমারে কাঠামো সৃষ্টি এবং মন্ত্রী পর্যায়ের কাউকে দায়িত্ব দিতে হবে।[৩২]

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

- ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২, জাতিসংঘের ৭৭তম অধিবেশনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ৫টি পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।[৩৩]

উক্ত ৫টি পদক্ষেপ নিম্নরূপঃ

- ✓ রোহিঙ্গাদের রাজনৈতিক ও আর্থিকভাবে সমর্থন করা।
- ✓ আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ এবং মায়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করতে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গাম্বিয়াকে সমর্থন করা; আন্তর্জাতিক বিচার আদালত, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এবং জাতীয় আদালতের কার্যক্রমে সহায়তা করা।
- ✓ জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অব্যাহত দমন-পীড়ন বন্ধে মায়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা।
- ✓ আসিয়ানের পাঁচ-দফা ঐকমত্যের অধীনে মায়ানমারকে তাদের প্রতিশ্রুতি দৃঢ়ভাবে মেনে চলতে বলা।
- ✓ বাধাহীন মানবিক প্রবেশাধিকারের জন্য মায়ানমার যাতে সম্মত হয় সেই প্রচেষ্টা চালানো।

৬.১. বাংলাদেশের রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা

- রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণের পর থেকে তাদেরকে দেখতে এসেছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান। এসেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আর আন্তর্জাতিক রেডক্রসের কর্ণধাররা। কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। কারণ সব সময় মায়ানমারের পাশে ছিল যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া আর চীন। সঙ্গে ছিল ভারত। এর প্রধান কারণ আরাকান রাজ্যে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, যেখানে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া আর ভারতের বিরাট বিনিয়োগ। চীনা সহায়তায় নির্মিত হচ্ছে বিশাল সমুদ্রবন্দর। হিটলার তাঁর দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য ইহুদিদের দায়ী করে সেই দেশে ৬০ লাখ ইহুদিকে হত্যা করেছিলেন।[৩৪] মায়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে।
- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে রোহিঙ্গা সমস্যা উত্থাপন করেন এবং নিজে কফি আনানের সুপারিশের আলোকে পাঁচ দফা সুপারিশ পেশ করেন। বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদ পর্যন্ত গড়ায় কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি চীন ও রাশিয়ার বিরোধিতার কারণে। বাংলাদেশ বিষয়টি ওআইসি, জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা, কমনওয়েলথ সম্মেলন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ব্রিটিশ পার্লামেন্টসহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক মিডিয়া তা অনেক বিস্তৃতভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা নিতে পারেননি। অথচ জাতিসংঘ হচ্ছে এমন একটি জায়গা, একমাত্র যে সংগঠন যারা মায়ানমারকে রাজি করাতে পারে, রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন এবং নাগরিকত্বের ব্যাপারে।

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

- মায়ানমার কারো কোনো পরোয়া করে না। কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে তার এক ধরনের দায়বদ্ধতা আছে। কিন্তু জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বিভক্তি স্পষ্ট। বিশেষ করে চীন ও রাশিয়ার ভেটো প্রদানের ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে বাধার সৃষ্টি করছে, সেখানে জাতিসংঘের অবস্থানের তেমন কোনো পরিবর্তন হবে না।
- রোহিঙ্গাদের ফেরার কথা মায়ানমারে, এবং মায়ানমার তা ঠেকিয়ে রাখতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। এবং তারা সেই কাজটিই করে যাচ্ছে। ফিরিয়ে নেওয়ার কথা মাথায় রেখে নিশ্চয়ই তারা হত্যাযজ্ঞ ও বর্বরতা চালিয়ে রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর থেকে উৎখাত করেনি। এটা এখন মোটামুটি পরিষ্কার যে আন্তর্জাতিক চাপ থেকে বাঁচার কৌশল হিসেবে মায়ানমার চুক্তিটি করেছিল। ওই চুক্তি বাংলাদেশকে কিছু দেয়নি, কিন্তু মায়ানমারের প্রাপ্তি অনেক। মায়ানমারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চাপ তখন যে মাত্রায় জোরালো হতে শুরু করেছিল, সেখানে তারা পানি ঢালতে পেরেছে। সময় নিয়ে মায়ানমার এখন ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। বিভিন্ন দেশ ও সংস্থাকে নিজেদের পক্ষে আনতে পারছেন।
- মায়ানমারের নেত্রী অং সান সু চি জুন ২০১৯ এর শুরুতে চেক প্রজাতন্ত্র ও হাঙ্গেরি সফর করে আসেন। তিনি ইউরোপের এমন দুটি দেশ সফর করেন যেখানে অভিবাসনবিরোধী ও রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায়। হাঙ্গেরির চরম ডান ও জাতীয়তাবাদী নেতা ভিক্টর ওরবানের সঙ্গে সু চির বৈঠকের পর যে সরকারি বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল, তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে বলা হয়েছিল, দেশ দুটি এবং অঞ্চল হিসেবে দক্ষিণ এশিয়া ও ইউরোপের এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ‘অভিবাসন’। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই নেতা লক্ষ করেছে যে ‘দুই অঞ্চলেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর অব্যাহত সংখ্যা বৃদ্ধি’ এক বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছে। বোঝা যায়, সময় নিয়ে ও পরিস্থিতি শান্ত করে মায়ানমার এখন মাঠে নেমেছে। এমনকি শরণার্থী প্রত্যাবাসনে যে কোনো অগ্রগতি নেই, তার দোষ তারা বাংলাদেশের ওপর চাপাচ্ছে। দেশটির স্টেট কাউন্সিলরের মন্ত্রী চ টিন্ট সোয়ের অভিযোগ, সব রোহিঙ্গাকে পুনর্বাসন ও নাগরিকত্ব কার্ড দেওয়ার ব্যাপারে মিয়ানমারের উদ্যোগে বাংলাদেশ সহায়তা করছে না। জাপানে ২৫ তম ‘ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ফিউচার অব এশিয়া’-এর অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। তাঁর কথার মূল দিক হচ্ছে; ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে যে প্রত্যাবাসন শুরু হওয়ার কথা ছিল, তা বাংলাদেশের কারণে সম্ভব হচ্ছে না। রোহিঙ্গাদের নিয়ে আসিয়ান জুন ২০১৯ সালে যে প্রতিবেদনটি দিয়েছিল, সেটিও পুরোপুরি মায়ানমারের পক্ষে। সেখানে রোহিঙ্গাদের ওপর সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, অত্যাচার ও নির্যাতন নিয়ে একটি শব্দও নেই। নেই ‘রোহিঙ্গা’ শব্দটিও। এর বদলে আছে ‘মুসলিম’ শব্দটি। মায়ানমারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে শরণার্থীর সংখ্যা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে ৫ লাখ। এই প্রতিবেদনেও শরণার্থী প্রত্যাবাসনে গাফিলতির জন্য বাংলাদেশকে দায়ী করা হয়েছে। উল্টো শরণার্থীদের ‘সহজ ও সুশৃঙ্খলভাবে’ ফিরিয়ে নিতে মায়ানমারের উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়েছে।

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

- রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ যে চুক্তি করেছে, তা যে কোনো কাজে দেবে না। তার প্রথম কারণ, মায়ানমার রোহিঙ্গাদের দেশছাড়া করেছে একটি দীর্ঘ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। নিয়মিত তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করেছে এবং সময়-সুযোগমতো তাদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে। তারপর ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে চুক্তি করেছে, কিন্তু নেয়নি। ২০১৭ সালের আগস্টে তারা তাদের আরাকান রাজ্যকে রোহিঙ্গাশূন্য করার চূড়ান্ত কাজটি সেরেছে। দ্বিতীয় কারণ, শরণার্থীদের ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কিছু শর্ত থাকে। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন চুক্তিতেও তা আছে। স্বেচ্ছায়, নিরাপদে ও সম্মানজনকভাবে প্রত্যাবাসনের কাজটি হতে হবে। রোহিঙ্গারা যে দুঃসহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেশ ছেড়েছে, তাদের স্বেচ্ছায়, নিরাপদে ও সম্মানজনকভাবে দেশে ফেরাতে যে পরিস্থিতি তৈরি করার দরকার, সংগত কারণেই মায়ানমার সেটা করবে না। এই অবস্থায় বাংলাদেশের জন্যে রোহিঙ্গাদের ফেরাতে মায়ানমারের সঙ্গে চুক্তি করতে পেরেছিলাম-এই 'সাফল্যে' খুশি থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই। রোহিঙ্গাদের ফেরাতে হলে পশ্চিমা দেশগুলোর পাশাপাশি চীন, ভারত, রাশিয়া ও জাপানের মতো বন্ধুদেশগুলো বা আসিয়ানের মতো সংস্থার সমর্থন বাংলাদেশের লাগবে।

৭. উপসংহার

রোহিঙ্গা শরণার্থী নিয়ে সত্যিই বড় বিপদে আছে বাংলাদেশ। চুক্তির পরও রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে চাইছে না মায়ানমার। এমনকি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী এ ব্যাপারে রোহিঙ্গাদের সহায়তাকারী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও সহায়তা করছে না। বাংলাদেশের গত ২ বছরের নীরব কূটনৈতিক তৎপরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হচ্ছে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত (আইসিসি) সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরাকান রাজ্যে মায়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদ, সীমান্ত অতিক্রমে বাধ্য করা, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণসহ সব ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত ও বিচার করতে পারবে আইসিসি। সিদ্ধান্তে আরো বলা হয়েছে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে প্রসিকিউটরদের এই মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত শেষ করতে হবে। তবে মায়ানমার জানিয়েছে, এ ব্যাপারে আইসিসির তদন্ত করার কোনো এখতিয়ার নেই। কারণ মায়ানমার আইসিসির সদস্য নয়। বাংলাদেশ সদস্য হলেও যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ভারত, পাকিস্তান বা মায়ানমার কোনো দেশই এই সংস্থার সদস্য নয়। যদিও মায়ানমার আইসিসির এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তবে আইসিসির আইনে বলা আছে একটি অসদস্য রাষ্ট্রের মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের কারণে অন্য আরেকটি সদস্য রাষ্ট্র যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে অপরাধী রাষ্ট্রের বিচার করার এখতিয়ার আইসিসির আছে। এখন দেখার বিষয় বাংলাদেশের নীরব কূটনীতি কত দ্রুত অভিযুক্ত মায়ানমারকে তাদের চলমান মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে। একটি বাস্তব সত্য হলো এই যে, যতই বাংলাদেশ বা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলুক এই বিশাল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশ মানবতার খাতিরে আশ্রয় দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে মায়ানমারের এই ভয়াবহ মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড খুব দ্রুত মায়ানমারসহ এই অঞ্চলের সব দেশকে নিরাপত্তার মতো একটি জটিল সমস্যার মুখোমুখি করে তুলবে। আর এটা কোনোভাবেই একটি

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

বিছিন্ন ঘটনা নয়, এর পিছনে রয়েছে বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পণা, রয়েছে গভীর ষড়যন্ত্র। পশ্চিমারা সুদূর প্রসারিত পরিকল্পনা করে রোহিঙ্গাদেরকে পুশ ইন করেছে, বাংলাদেশ অতি মানবতার নিরিখে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু অতীথিকে এত দীর্ঘকাল আপ্যায়ন করতে থাকলে, নিজের বাড়ি ভুলে আশ্রয়দাতার বাড়িকে নিজের বাড়ি ভাবতে শুরু করবে। ইতোমধ্যে তারা এটাকে নিজের বাড়ি ভাবতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে তাদেরকে যতদ্রুত সম্ভব পুশব্যাক করানো উচিত। সময় থাকতে বাস্তবতা উপলব্ধি করা বাংলাদেশের জন্য মঙ্গল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি, যার অশেষ রহমতে প্রবন্ধটির কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি। লেখালেখির বিষয়ে প্রতিনিয়ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করে সহযোগিতা করবার জন্য গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. আতাউর রহমান খান স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া প্রবন্ধটি লেখার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করে সহযোগিতা করবার জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম ও সহকারী অধ্যাপক জনাব কামরুল হাসানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। লেখালেখির বিষয়ে পর্যাপ্ত অবসর প্রদানের জন্য আমার পরিবারের প্রতি চির কৃতজ্ঞ।

Reference

1. Human Rights Watch. (2017). Burma: 40 Rohingya Villages Burned Since October. URL: https://www.hrw.org/news/2017/12/17/burma-40-rohingya-villages-burned-october; (accessed on 10 July 2019).
2. Ibid
3. WFP Bangladesh Rohingya Refugee Response Situation Report #46, January 2021
4. Ibid
5. Ibid
6. Mahmood, S. S., Wroe, E., Fuller, A., & Leaning, J. (2017). The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity. The Lancet, 389(10081), 1841-1850.
7. Massacre in Myanmar (2018) by Wa Lone, Kyaw Soe Oo, Simon Lewis and Antoni Slodkowski. Reuters, London, UK. URL: https://www.reuters.com/investigates/special-report/myanmar-rakhine-events/; accessed on 24 June, 2019.

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

8. Chowdhury M.A. (2006)., The advent of Islam in Arakan and the Rohingya., http://www.rohingya.org/portal/ index.php/rohingya-library/26-rohingya-history/83-the-advent-of-islam-in-arakan-and-the-rohingyas.pdf
9. Rahman U. (2010)., The Rohingya refugee: A security dilemma for Bangladesh., Journal of Immigrant and Refugee Studies, 8(2), 233-239
10. Haque M.M. (2017)., Rohingya ethnic muslim minority and the 1982 citizenship law in Burma., Journal of Muslim Minority Affairs, 37(4), 454-469.
11. Noor T., Islam S. and Forid S. (2018)., Rohingya Crisis and The Concerns for Bangladesh., International Journal of Scientific & Engineering Research, 8(12), 1192-1196.
12. WFP Bangladesh Rohingya Refugee Response Situation Report #46, January 2021
13. Haque M.M. (2017). Ibid
14. Human Rights Watch. (2017). Burma: 40 Rohingya Villages Burned Since October. URL: https://www.hrw.org/news/2017/12/17/burma-40-rohingya-villages-burned-october; (accessed on 10July, 2019).
15. Ukhiya News319 Rohingyas affected by AIDS. http://en.ukhiyanews.com/by-aids (Date accessed: 20 July, 2019)
16. https://www.thedailystar.net/business/news/capita-income-hits-1909-1717606 (Date accessed: 25 April, 2019)
17. Ibid
18. https://dainikcoxsbazar.com/articles/view/3606/NID-and-passport-to-Rohingya (Date accessed: 25 June, 2019)
19. http://chakarianews.com/?p=18708 (Date accessed: 15 July 2019)
20. https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1584580 (Date accessed: 20 July, 2019)
21. Ibid
22. Ibid
23. https://www.prothomalo.com/opinion/article/1601351 (Date accessed: 12 July, 2019)
24. https://www.amadershomoy.com/bn/2019/06/28/916844 (Date accessed: 15 July, 2019)
25. https://www.bdmorning.com/bn/article/2019/344817 (Date accessed: 10 June, 2019)
26. Ibid

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

27. https://wikibn.icu/wiki/Five_Principles_of_Peaceful_Coexistence (Date accessed: 06 May, 2021)
28. https://m.priyo.com/articles/china-and-russia-and-india-are-not-in-the-side-of-the-rohingya-issue-20170930 (Date accessed: 05 May, 2021)
29. Ibid
30. Ibid
31. https://www.bbc.com/bengali/news-42122182 (Date accessed: 15 May, 2021)
32. https://www.banglanews24.com/international/news/bd/602315.details ((Date accessed: 16 May, 2021)
33. https://www.newsbangla24.com/news/207399/Return-is-the-solution-to-Rohingya-crisis-Prime-Minister (Date accessed: 05 October, 2022)
34. https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87% (Date accessed: 10 January, 2021)

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay